

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরম উপলব্ধি



শ্রী অজয় কুমার দে

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

“গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরম উপলব্ধি”

'সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত' গ্রন্থটি মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের গভীর তত্ত্ব ও নিগূঢ় প্রেম-ভক্তির বিবর্তন ধারার একটি সংকলিত রূপ। এই ই-বুকটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো পরমার্থিক জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছে সাধ্য (লক্ষ্য) এবং সাধন (উপায়) সম্পর্কে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করা।এই গ্রন্থে জীবের চরম লক্ষ্য ও তা অর্জনের সঠিক পথের শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি রাগানুগা ভক্তি ও অপ্রাকৃত প্রেমতত্ত্বের গূঢ় বিষয়াবলী মহাজনদের পদাবলী ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

- **সংকলন ও সম্পাদনায়:** শ্রী অজয় কুমার দে (প্রণবনন্দন)
- **প্রকাশকাল:** জানুয়ারি, ২০২৬
- **প্রচ্ছদ/ ছবি :** শ্রীমতি সুপ্রিয়া দে
- **ই-বুক সংস্করণ:** ১.০
- **বিষয়বস্তুর প্রকৃতি:** তত্ত্বীয় ও বিশ্লেষণমূলক আধ্যাত্মিক গবেষণাধর্মী
- **মূল্য:** ৫০১/- (পাঁচশত এক) টাকা মাত্র [**গ্রন্থ দক্ষিণা:** ১ (এক) টাকা মাত্র]
- **ও আর সি এই ডি (ORCID) :** 0009-0009-1046-3555
- **আইএসবিএন নম্বর : ISBN-13**: 978-93-5636-997-9

"সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিব যার সনে। সেই ত’ পরম বন্ধু কহি যে আপনে ॥"

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

উৎসর্গ :

“শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জন বন্ধু,”

যাঁর কৃপা বিনে তত্ত্ব না পায় ত্রিভুবন।

সাধ্য-সাধন সারা, তোমারি কৃপার ধারা,

গুরুপদে সঁপিলাম এই তনু-মন-ধন॥

শ্রীপাদ প্রণবেন্দু গোস্বামী (শ্রীপাট ভরতপুর)

যাঁর করুণায় **শাস্ত্র কেবল পাঠ্য নয়–অনুভব হয়ে ওঠে**, যাঁর আশ্রয়ে **সাধনা তত্ত্বে পরিণত হয়** এবং **তত্ত্ব প্রেমে রূপান্তরিত হয়**–

তাঁর শ্রীচরণকমলে এই গবেষণাগ্রন্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাসহ **সশ্রদ্ধ নিবেদন।**

প্রাককথন :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভারতীয় দর্শনচিন্তার এক অনন্য ও সমৃদ্ধ ধারা, যেখানে তত্ত্ব ও অনুভব, যুক্তি ও প্রেম, সাধনা ও সিদ্ধি—সবকিছু এক সুসমন্বিত কাঠামোয় মিলিত হয়েছে। এই দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে **ভক্তি**, যা কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং এক গভীর দার্শনিক ও মানবিক সাধনা। বর্তমান গ্রন্থটি সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্তর্গত **সাধ্য–সাধন তত্ত্ব**, **ভক্তির স্তরবিকাশ**, **রসতত্ত্ব**, **রাধাতত্ত্ব** এবং **প্রেমবিলাসবিবর্ত**—এই মৌলিক বিষয়গুলিকে একত্রে বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস।

এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে কেবল ভক্তিমূলক আবেগের স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে, একটি **শাস্ত্রনির্ভর, গবেষণাধর্মী ও একাডেমিক কাঠামোতে** উপস্থাপন করা—যাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠক, গবেষক এবং একই সঙ্গে সাধারণ আগ্রহী পাঠক উপকৃত হতে পারেন। সেই কারণে শাস্ত্রীয় উদ্‌ধৃতিতে **মূল পাঠ → বাংলা অনুবাদ → তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা**—এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রতিটি আলোচনায় যথাসম্ভব **ইন-টেক্সট রেফারেন্স** সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে **রায়–রামানন্দ সংবাদ**-কে, কারণ এই সংলাপের মধ্য দিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধ্য–সাধন তত্ত্ব তার পূর্ণ দার্শনিক রূপ লাভ করে। একই সঙ্গে **রসতত্ত্ব ও ভক্তির স্তরবিকাশ** আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, গৌড়ীয় দর্শনে ভক্তি একটি ক্রমবিকাশমান চেতনা—যা সাধন থেকে ভাব ও প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। এই ক্রমের শিখরে অবস্থান করে **রাধাভাবাপন্ন কৃষ্ণপ্রেম**, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ‘সাধ্য শিরোমণি’।

গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে **প্রেমবিলাসবিবর্ত** তত্ত্বের বিশ্লেষণ। এখানে প্রেমকে কোনো স্থির বা একমাত্রিক অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং একটি **গতিশীল, আত্মোত্তরণশীল ও রসাত্মক সত্য** হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রেমবিবর্তের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে আলোচিত হয়েছে **অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব**, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সমন্বয়মূলক চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

- এই গ্রন্থ রচনায় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের পাশাপাশি আধুনিক বাংলা ও ইংরেজি গবেষণা সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবু এটি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরোপের প্রয়াস নয়; বরং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে আরও গভীর পাঠ, গবেষণা ও আলোচনার একটি প্রারম্ভিক পরিসর নির্মাণই এর উদ্দেশ্য।

সবশেষে, এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত যেকোনো তাত্ত্বিক উপলব্ধি ও বৌদ্ধিক প্রয়াস যদি পাঠককে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রেমময় গভীরতায় এক কণামাত্রও অনুপ্রবেশে সহায়তা করে, তবেই এই প্রয়াস সার্থক বলে বিবেচিত হবে।



"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'।। (৫৬)

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি।।" (৫৭)

... চৈতন্য চরিতামৃত, আদি , চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা :

এই গ্রন্থ রচনার পেছনে বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য অনুপ্রেরণা কার্যকর রয়েছে। সর্বাগ্রে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি **পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ প্রণবেন্দু গোস্বামী মহারাজ**, শ্রীপাট ভরতপুর—যাঁর অনুকম্পা ও আশীর্বাদ ব্যতীত শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, সাধনার প্রতি প্রবণতা এবং তত্ত্বের প্রতি স্থিরতা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। গুরুদেবের শ্রীচরণকমলেই এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সকল প্রেরণার উৎস।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের প্রতি—শ্রী রূপ, শ্রী সনাতন, শ্রী জীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ—যাঁদের অমূল্য গ্রন্থ ও তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার গৌড়ীয় দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তাঁদের ব্যাখ্যা ও রসতত্ত্ব ব্যতীত এই গবেষণা কল্পনাতীত।

এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই আধুনিক গবেষক ও ব্যাখ্যাকারদের প্রতি—বিশেষত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রাধাগোবিন্দ নাথ, সুশীলকুমার দে, ও. বি. এল. কাপুর প্রমুখ—যাঁদের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুসংহত করতে সহায়তা করেছে।

এই গ্রন্থ প্রস্তুতকালে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন—সহধর্মিনী শ্রীমতি সুপ্রিয়া পাল মহাশয়া, শুভানুধ্যায়ী পাঠকবৃন্দ—তাঁদের সকলের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

পরিশেষে বলা যায়, এই গ্রন্থে যদি কোনো ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে থাকে, তার দায় সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থকারের; আর যদি এতে কোনো উপযোগী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা রসানুভব প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তবে তা গুরুপরম্পরা ও শাস্ত্রের কৃপামাত্র।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

ভূমিকা :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এক অনন্য ও গভীরতর সংযোজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যমে যে দর্শনের সুসংবদ্ধ রূপ প্রকাশিত হয়, তা কেবল ভক্তির এক আবেগময় প্রবাহ নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ দার্শনিক ব্যবস্থা—যেখানে তত্ত্ব, সাধনা ও অনুভব এক অবিচ্ছেদ্য সুতায় গ্রথিত। এই দর্শনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে **'সাধ্য' ও 'সাধন'**—অর্থাৎ মানবজীবনের পরম লক্ষ্য কী এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর যথার্থ উপায় কোনটি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীবনের চরম উদ্দেশ্য কেবল মুক্তি (মোক্ষ) নয়, বরং **কৃষ্ণপ্রেম**। এই প্রেম কোনো সাধারণ মানসিক আবেগ নয়; এটি আত্মার স্বাভাবিক ধর্মের পূর্ণ বিকাশ। আর এই প্রেমলাভের পথ—সাধন—বিধি, আচার, জ্ঞান ও ত্যাগের স্তর অতিক্রম করে একসময় রসাত্মক ভক্তিতে উন্নীত হয়। এই কারণেই গৌড়ীয় দর্শনে 'সাধ্যসাধন তত্ত্ব' কেবল একটি নীতিবদ্ধ আলোচনা নয়, বরং আত্মার ক্রমোন্নতির একটি সূক্ষ্ম মানচিত্র।এই সাধ্যসাধন তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গভীর ও পরিণত রূপ প্রকাশিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় বর্ণিত **'রায়-রামানন্দ সংবাদ'-এ**। গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের এই সংলাপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এখানে ধাপে ধাপে বর্ণাশ্রম, কর্মার্পণ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অতিক্রম করে ভক্তি পৌঁছায় প্রেমের সর্বোচ্চ শিখরে। এই সংলাপের মধ্য দিয়েই প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে—রাধা-কৃষ্ণের **মধুর প্রেম**ই সাধ্যের চূড়ান্ত রূপ।

এই চূড়ান্ত পর্যায়েই উদ্ভাসিত হয় গৌড়ীয় দর্শনের এক অতিগূঢ় ধারণা—**প্রেমবিলাসবিবর্ত**। 'বিবর্ত' অর্থ রূপান্তর বা বিপর্যয়; কিন্তু এখানে তা কোনো নৈর্ব্যক্তিক পরিবর্তন নয়, বরং প্রেমের এমন এক তীব্র অবস্থা, যেখানে প্রেমিক ও প্রেয়সীর পৃথক সত্তাবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। রাধা ও কৃষ্ণ সেখানে আর কেবল দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা নন; তাঁরা প্রেমের অনুভবে একে অপরের মধ্যে বিলীন। এই প্রেমবিলাসবিবর্ত তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব ও অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের এক পরম মিলনবিন্দু।

বর্তমান গবেষণাগ্রন্থে এই **সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত**-কে একত্রে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য তিনটি—

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

প্রথমত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে 'সাধ্য' ও 'সাধন'-এর ধারণাকে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা।
দ্বিতীয়ত, রায়–রামানন্দ সংবাদের আলোকে ভক্তির ক্রমবিকাশ ও রসতত্ত্বের অভ্যন্তরীণ যুক্তি অনুধাবন করা।
তৃতীয়ত, প্রেমবিলাসবিবর্ত তত্ত্বকে কেবল কাব্যিক অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের একটি স্বাভাবিক ও পরিণত ফল হিসেবে উপস্থাপন করা।

এই গবেষণায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি মূল গ্রন্থের পাশাপাশি আধুনিক গবেষকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও বিবেচনায় আনা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি মূলত বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও ব্যাখ্যামূলক (expository)। শ্লোক উদ্‌ধৃতির ক্ষেত্রে প্রথমে মূল পাঠ, পরে সরল বাংলা অনুবাদ এবং শেষে দার্শনিক ব্যাখ্যা—এই ত্রিস্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে গবেষক ও সাধারণ পাঠক উভয়েই উপকৃত হন।

এই গ্রন্থ্ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের আবেগপ্রসূত ধর্মীয় গ্রন্থ্ হিসেবে রচিত হয়নি; বরং এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে একটি **গভীর দার্শনিক ও রসাত্মক চিন্তাধারা** হিসেবে অনুধাবনের একটি আন্তরিক প্রয়াস। যারা ভারতীয় দর্শন, ভক্তিবাদ, রসতত্ত্ব বা চৈতন্য দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন—তাঁদের জন্য যেমন এটি সহায়ক হবে, তেমনি সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থের মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অন্তর্লৌকিক সৌন্দর্য অনুভব করতে পারবেন—এই আশাই রইল।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

সূচিপত্র :

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অধ্যায় : ১

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমি

১.১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ঐতিহাসিক উদ্ভব:

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভক্তিবাদ একটি সুদীর্ঘ ও বহুমাত্রিক ধারা। বৈদিক যুগে ধর্ম যেখানে প্রধানত যজ্ঞ ও কর্মনির্ভর ছিল, উপনিষদীয় যুগে সেখানে জ্ঞান ও ব্রহ্মানুসন্ধান মুখ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী পুরাণযুগে এই জ্ঞান ও কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয় ভক্তির আবেগময় ও ব্যক্তিগত প্রবণতা, যা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে সর্বাধিক পরিণত রূপ লাভ করে (ভাগবত ১.২.৬–৭)।

এই ভক্তিবাদী ধারারই সুসংবদ্ধ, রসাত্মক ও দার্শনিক পরিণতি হলো **গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন**, যার ঐতিহাসিক বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট রূপ পায় (সেন, *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু*, পৃ. ৪৫–৪৮)।

যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল শাস্ত্রীয় ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও বৈষ্ণব আগমশাস্ত্রে নিহিত, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেব এই দর্শনে এক নতুন দার্শনিক মাত্রা সংযোজন করেন—যেখানে ভক্তি কেবল সাধনার উপায় নয়, বরং জীবনের **পরম সাধ্য** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ২২০)।

চৈতন্যোত্তর যুগে ষড়গোস্বামী—বিশেষত রূপ, সনাতন, জীব ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত গ্রন্থসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামো প্রদান করে (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ৬২–৭০)।

১.২ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু : দর্শন ও জীবনভাবনা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল একজন আচার্য নন, বরং দর্শনের মূর্ত প্রতীক। গৌড়ীয় মতে তিনি রাধা-কৃষ্ণের যুগল স্বরূপ—কৃষ্ণ নিজেই

রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করে ভক্তির রস আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১.৫–৬)।

মূল পাঠ:
রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬)

অনুবাদ:
রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক আত্মা হয়েও লীলার কারণে দুই দেহ ধারণ করেছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রেমরস আস্বাদন করেন।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোকটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কেন্দ্রে অবস্থানকারী তত্ত্বকে স্পষ্ট করে। এখানে ঈশ্বর কেবল উপাস্যের আসনে নন; তিনি নিজেই ভক্তির বিষয় এবং ভক্তির আস্বাদক। এর ফলে গৌড়ীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরনির্ভর (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা*, পৃ. ৭২)।

মহাপ্রভুর জীবনভাবনায় তিনটি মৌলিক বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—
(ক) ভক্তির সর্বজনীনতা (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৭),
(খ) বিধিনির্ভর সাধনার ঊর্ধ্বে রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব (মধ্য ২২),
(গ) মুক্তির ঊর্ধ্বে কৃষ্ণপ্রেমকে জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা (মধ্য ৮)।

১.৩ ভারতীয় ভক্তিবাদ ও গৌড়ীয় দর্শনের স্বাতন্ত্র্য:

নারদভক্তিসূত্র, আলবার ও নয়নাদের পদাবলি এবং ভাগবত পুরাণে ভক্তির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় (নারদভক্তিসূত্র ১–২; ভাগবত ১১.২৯)। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বাতন্ত্র্য এই যে, এটি ভক্তিকে কেবল আবেগনির্ভর ধর্মচর্চা হিসেবে নয়, বরং একটি **রসাত্মক দার্শনিক সত্য** হিসেবে উপস্থাপন করে (ভট্টাচার্য, *বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও দর্শন*, পৃ. ৬০–৬৫)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দর্শনে যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানই চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেখানে গৌড়ীয় দর্শন ঘোষণা করে—জ্ঞান ভক্তির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু প্রেমই চূড়ান্ত উপলব্ধি (Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*, p. 162)।

১.৪ অচিন্ত্যভেদাভেদ : গৌড়ীয় দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কেন্দ্রীয় দার্শনিক সূত্র হলো **অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব**, যা ভগবান ও জীবের সম্পর্ককে একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করে (জীব গোস্বামী, *ষট্‌সন্দর্ভ*, তত্ত্বসন্দর্ভ—ধারণাগত সূত্র)।

মূল পাঠ:
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১.২২.৫৩)

অনুবাদ:
যেমন আগুন এক স্থানে থেকেও তার আলো ও তাপ সর্বত্র বিস্তার করে, তেমনি পরমব্রহ্ম তাঁর শক্তির মাধ্যমে সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোকটি ভগবান ও তাঁর শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। জগৎ ও জীব ভগবানের শক্তি হওয়ায় তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, আবার শক্তিমান ও শক্তির পার্থক্যের কারণে ভিন্ন। এই যুগপৎ ভেদ–অভেদের অবস্থানই ‘অচিন্ত্য’—যা যুক্তির অতীত হলেও শাস্ত্র ও ভক্তির মাধ্যমে অনুভবযোগ্য (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ২৪৫)।

এই দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্যসাধন তত্ত্ব এবং প্রেমবিলাসবিবর্তের মতো গভীর ধারণা বিকশিত হয়েছে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

১.৫ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ঐতিহাসিক উৎস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনভাবনা এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি আলোচনা করা হলো। এই পটভূমি ব্যতীত পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত **সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব** এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি—প্রেমবিলাসবিবর্ত—অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- (ভাগবত ১.২.৬–৭) — ভক্তির দার্শনিক সংজ্ঞা
- (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬) — রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব
- (বিষ্ণুপুরাণ ১.২২.৫৩) — অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব
- নাথ, রাধাগোবিন্দ; দাশগুপ্ত, শশিভূষণ; Kapoor, O.B.L. — আধুনিক ব্যাখ্যা

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অধ্যায়: ২

সাধ্য ও সাধন :

শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

২.১ সাধ্য–সাধন তত্ত্ব : ধারণাগত ভূমিকা:

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক অনুসন্ধান মূলত দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—
মানুষের জীবনের **চূড়ান্ত লক্ষ্য কী**, এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর **উপায় কোনটি**। দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় এই দুই প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে **সাধ্য** ও **সাধন**।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই সাধ্য–সাধন তত্ত্ব একটি কেন্দ্রীয় ও স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে, কারণ এখানে সাধ্য কেবল মুক্তি বা মোক্ষ নয়, বরং মুক্তিরও ঊর্ধ্বে এক রসাত্মক পরমসত্য—**কৃষ্ণপ্রেম** (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ২৩০–২৩৫)।

সাধারণ অর্থে—

- **সাধ্য** হলো আত্মার পরম অভীষ্ট অবস্থা
- **সাধন** হলো সেই অবস্থায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়া

কিন্তু গৌড়ীয় দর্শনে এই দুইয়ের সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়; বরং তা অন্তর্নিহিত ও জৈব। সাধনের মধ্যেই সাধ্যের বীজ নিহিত থাকে।

২.২ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 'সাধ্য'-এর সংজ্ঞা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্যের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

মূল পাঠ:
স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা
যয়া আত্মা সুপ্রসীদতি॥
(ভাগবত ১. ২. ৬)

অনুবাদ:
যে ধর্মের মাধ্যমে অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ও অবিচ্ছিন্ন ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ধর্মই মানুষের পরম ধর্ম; কারণ তাতেই আত্মা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক গৌড়ীয় সাধ্য-তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি। এখানে ভক্তিকে কেবল ধর্মীয় আচরণ হিসেবে নয়, আত্মার স্বাভাবিক ও পরম তৃপ্তির অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গৌড়ীয় মতে, এই ভক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই হলো **প্রেম** (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা,* পৃ. ৫৮–৬২)।

চৈতন্যচরিতামৃত এই ভাবনাকে আরও স্পষ্ট করে—

প্রেমা পুমার্থ মহান
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৭/৮৫)

অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের ঊর্ধ্বে প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ সাধ্য।

২.৩ মুক্তি ও প্রেম : সাধ্যের স্তরবিভাগ:

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে মুক্তি (মোক্ষ) যেখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে মুক্তিকে একটি **অন্তর্বর্তী অবস্থা** হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*, p. 168)।

শাস্ত্রীয়ভাবে মুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

মূল পাঠ:
মুক্তির্হিতান্যথা রূপং
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥
(ভাগবত ২.১০.৬)

অনুবাদ:
মুক্তি হলো—নিজের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ব্যাখ্যা:
এই সংজ্ঞা অনুসারে মুক্তি কোনো শূন্য বা নির্বিশেষ অবস্থা নয়; এটি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি। কিন্তু গৌড়ীয় দর্শনে এই স্বরূপ উপলব্ধিও চূড়ান্ত নয়। স্বরূপ উপলব্ধির পর আত্মা যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্কে প্রবেশ করে, তখনই সাধ্যের পূর্ণতা ঘটে (রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, ১.৪.১৫)।

২.৪ ‘সাধন’ : ভক্তির শাস্ত্রীয় কাঠামো:

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধ্য উপলব্ধ হয়, তাকেই বলা হয় **সাধন**। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধন মূলত ভক্তিনির্ভর।

রূপ গোস্বামী সাধনভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

মূল পাঠ:
কৃতে সাধ্যভবে সাধনভক্তিরুচ্যতে।
সা সাধনা ভিধা প্রোক্তা
কৃতিসাধ্য ভবেত্ সা॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১.২.২)

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অনুবাদ:
যে ভক্তি সাধ্যের অবস্থা লাভের উদ্দেশ্যে চর্চা করা হয়, তাকেই সাধনভক্তি বলা হয়; এই ভক্তি শাস্ত্রনির্দেশিত অনুশীলনের মাধ্যমে সাধিত হয়।

ব্যাখ্যা:
এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, সাধন কোনো যান্ত্রিক কর্ম নয়; এটি উদ্দেশ্যনির্ভর ও চেতনাসম্পন্ন সাধনা। সাধনের মাধ্যমে অন্তরের ভাব ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হয় এবং সাধ্যের উপযোগী হয়ে ওঠে (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ২৪০)।

২.৫ বিধিভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি:

গৌড়ীয় সাধন-তত্ত্বে সাধনার দুটি প্রধান রূপ রয়েছে—

1. **বিধিভক্তি** — শাস্ত্রনির্দেশিত নিয়ম অনুসারে ভক্তি
2. **রাগানুগা ভক্তি** — অন্তরের স্বাভাবিক প্রেমভাবকে অনুসরণ করে ভক্তি

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

রাগানুগা- মার্গে ভজে যাহা ব্রজবধূগণ
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২/১৫৭)

ব্যাখ্যা:
রাগানুগা ভক্তিতে সাধক বাহ্যিক বিধির দ্বারা চালিত না হয়ে, ব্রজবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমভাবকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। গৌড়ীয় দর্শনে এই পথকে সর্বোচ্চ সাধনপথ বলা হয়, কারণ এখানে সাধন ও সাধ্যের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ লুপ্ত হয় (চক্রবর্তী, *রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা*)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

২.৬ সাধন ও সাধ্যের অভেদ সম্পর্ক:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি মৌলিক তত্ত্ব হলো—
সাধন ও সাধ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

যে প্রেম সাধ্য, সেই প্রেমই সাধনের মধ্যে বীজরূপে বর্তমান। সাধন হলো সেই প্রেমের অপ্রকাশিত অবস্থা, আর সাধ্য হলো তার পূর্ণ প্রকাশ। এই ধারণাই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় দর্শনে **প্রেমবিলাসবিবর্ত** তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ৯৮–১০২)।

২.৭ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্য ও সাধনের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, মুক্তি ও প্রেমের তাত্ত্বিক পার্থক্য, এবং বিধিভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, গৌড়ীয় দর্শনে সাধ্য হলো কৃষ্ণপ্রেম এবং সাধন হলো সেই প্রেমের ক্রমবিকাশের চেতনাপূর্ণ প্রক্রিয়া।

এই দার্শনিক কাঠামোর বাস্তব প্রয়োগ ও রসাত্মক প্রকাশ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব—
রায়–রামানন্দ সংবাদ–এর আলোকে।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট:

- (ভাগবত ১.২.৬; ২.১০.৬) — সাধ্য ও মুক্তি তত্ত্ব
- (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৭/৮৫; মধ্য ২২/১৫৭) — প্রেম ও রাগানুগা ভক্তি
- রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* — সাধনভক্তি
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক ব্যাখ্যা

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অধ্যায় : ৩

রায়–রামানন্দ সংবাদ :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধ্য–সাধন তত্ত্বের শাস্ত্রীয় শিখর :

৩.১ রায়–রামানন্দ সংবাদ : প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাসে **রায়–রামানন্দ সংবাদ** একটি অনন্য ও কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। এই সংলাপটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বিদগ্ধ ভক্ত রায় রামানন্দের মধ্যে সংঘটিত হয়, যা চৈতন্যচরিতামৃতের *মধ্যলীলা* (অধ্যায় ৮)-তে সংরক্ষিত। এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধ্য–সাধন তত্ত্ব ধাপে ধাপে উন্মোচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমতত্ত্বের সর্বোচ্চ অবস্থানে উপনীত হয়।

এই সংবাদটির দার্শনিক গুরুত্ব এই যে, এটি কেবল একটি উপদেশমূলক আলোচনা নয়; বরং এক প্রকার **তাত্ত্বিক আরোহন**, যেখানে নিম্নতর সাধ্য থেকে ক্রমে উচ্চতর সাধ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া হয় (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩০১–৩১০)।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে প্রশ্নকর্তা, আর রায় রামানন্দ উত্তরদাতা—এই বিন্যাসের মধ্য দিয়েই গৌড়ীয় দর্শনের এক মৌলিক পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়:
শাস্ত্রসম্মত উত্তর → **গভীরতর অনুসন্ধান** → **রসাত্মক পরিণতি**।

৩.২ কর্মমিশ্র ভক্তি : প্রাথমিক সাধ্য:

সংবাদের শুরুতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন—

"এহো বাহ্য, আর কিছু কহ"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৮/৫৯)

এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ প্রথমে **বর্ণাশ্রমধর্ম অনুসারে কৃষ্ণার্পিত কর্ম**কে সাধ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

মূল পাঠ:
স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় যদি।
(ভাবার্থ, মধ্য ৮/৫৮–৬০)

অনুবাদ:
নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের কর্তব্য পালন করে যদি বিষ্ণুভক্তি করা যায়, তবে তাই মানুষের সাধ্য।

ব্যাখ্যা:
এখানে কর্মকে ভক্তির সহায়ক হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একে “**বাহ্য**” বলে প্রত্যাখ্যান করেন (মধ্য ৮/৫৯)। কারণ গৌড়ীয় দর্শনে সাধ্য বাহ্য আচরণনির্ভর নয়; এটি অন্তরের ভাবের সঙ্গে যুক্ত।

৩.৩ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি : উচ্চতর কিন্তু অসম্পূর্ণ:

এরপর রায় রামানন্দ জ্ঞানমিশ্র ভক্তিকে সাধ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন।

মূল পাঠ:
জ্ঞানে প্রয়াস ত্যজি’ নমন্ত এব।
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্॥
(ভাবার্থ, ভাগবত ১০.১৪.৩; মধ্য ৮/৬৩)

অনুবাদ:
জ্ঞানচর্চার অহংকার পরিত্যাগ করে বিনয়ভরে ভগবানের কথা শ্রবণ করাই যথার্থ পথ।

ব্যাখ্যা:
এখানে জ্ঞান ভক্তির সহায়ক হিসেবে স্থান পায়। কিন্তু তবু এটি চূড়ান্ত নয়, কারণ এখানে ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময় স্বভাব পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একে আগের তুলনায় উন্নত হলেও **পরম সাধ্য** হিসেবে গ্রহণ করেন না (মধ্য ৮/৬৭)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৩.৪ বিশুদ্ধ ভক্তি ও দাস্যভাব:

এরপর আলোচনায় আসে **বিশুদ্ধ ভক্তি**, বিশেষত দাস্যভাব।

মূল পাঠ:
সাধ্য সাধন তত্ত্বে কৃষ্ণভক্তি সার।
(ভাবার্থ, মধ্য ৮/৭০)

অনুবাদ:
সাধ্য ও সাধন—উভয়েরই সার হলো কৃষ্ণভক্তি।

ব্যাখ্যা:
এই পর্যায়ে প্রথমবারের মতো গৌড়ীয় দর্শনের মূল সুর স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়—কৃষ্ণভক্তিই পরম সত্য। তবু দাস্যভাবেও এখনও ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রবল থাকে, যা প্রেমের স্বাভাবিক বিস্তারে অন্তরায় (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ১১৫)।

৩.৫ সখ্য ও বৎসল্য রস : ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি:

ক্রমে রায় রামানন্দ সখ্য ও বৎসল্য রসের কথা বলেন।

মূল পাঠ:
সখ্যে বিশ্বাস, বৎসল্যে স্নেহ প্রধান।
(ভাবার্থ, মধ্য ৮/৮৮–৯১)

অনুবাদ:
সখ্যরসে বিশ্বাস ও অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়, আর বৎসল্যরসে স্নেহ ও অধিকারবোধ প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা:
এই স্তরে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু এখানেও প্রেমের সর্বোচ্চ তীব্রতা প্রকাশিত হয় না, কারণ এখানে এখনও কিছু মাত্রায় কর্তৃত্ব বা সুরক্ষার ভাব বিদ্যমান থাকে।

৩.৬ মাধুর্য রস : সাধ্যতত্ত্বের শিখর:

শেষপর্যায়ে রায় রামানন্দ মাধুর্য রস—বিশেষত ব্রজগোপীদের প্রেমকে সর্বোচ্চ সাধ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন।

মূল পাঠ:
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
(ভাগবত ১০.৪৭.৬১; মধ্য ৮/৯৮)

অনুবাদ:
ব্রজবধূদের দ্বারা কল্পিত উপাসনাই সর্বাপেক্ষা মনোরম।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের চূড়ান্ত সাধ্য প্রকাশিত। এখানে ভক্তির সঙ্গে কোনো বিধি, ভয় বা ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই—শুধু প্রেম। এই প্রেমই সাধ্য, আর এই প্রেমের অনুকরণই সাধন।

এই পর্যায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে আনন্দে অভিভূত হন এবং রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করেন (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৮/১০০)।

৩.৭ রাধাতত্ত্ব : সাধ্যসাধন তত্ত্বের পরম প্রকাশ:

রায়–রামানন্দ সংবাদে সর্বশেষ ও সর্বগভীর আলোচ্য বিষয় হলো **রাধাতত্ত্ব**।

মূল পাঠ:
রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির হ্লাদিনী শক্তি।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৬৯)

অনুবাদ:
রাধা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশরূপ হ্লাদিনী শক্তি।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

ব্যাখ্যা:
এখানে সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্পূর্ণ হয়। রাধাপ্রেম কেবল সাধ্যের শিখর নয়; এটি

সাধনের মধ্যেও প্রেরণাশক্তি। এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে **প্রেমবিলাসবিবর্ত** ধারণার ভিত্তি রচনা করে (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৬৫)।

৩.৮ অধ্যায়ের উপসংহার:

রায়–রামানন্দ সংবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর সারসংক্ষেপ। কর্ম, জ্ঞান ও বিধিভক্তির স্তর অতিক্রম করে এই সংলাপ আমাদের নিয়ে যায় প্রেমের চূড়ান্ত অবস্থানে। এখানে স্পষ্ট হয় যে—

- সাধ্য = ব্রজগোপীভাবান্বিত কৃষ্ণপ্রেম
- সাধন = সেই প্রেমের ভাবানুগ অনুসরণ

এই দার্শনিক কাঠামোই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে অন্যান্য ভক্তিবাদী দর্শন থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- (ভাগবত ১.২.৬; ২.১০.৬) — সাধ্য ও মুক্তি তত্ত্ব
- (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৭/৮৫; মধ্য ২২/১৫৭) — প্রেম ও রাগানুগা ভক্তি
- রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* — সাধনভক্তি
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক ব্যাখ্যা

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অধ্যায়: ৪

ভক্তির স্তর ও রসতত্ত্বের ক্রমবিকাশ:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের দার্শনিক উত্তরণ:

৪.১ ভক্তির স্তরবিন্যাস : তাত্ত্বিক ভূমিকা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তি কোনো এককালীন অনুভূতি নয়; এটি একটি **ক্রমবিকাশমান চেতনা**। এই দর্শনে ভক্তির বিকাশকে একটি সুস্পষ্ট স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে সাধক ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করে ঈশ্বরকেন্দ্রিক প্রেমে উত্তীর্ণ হয়।

রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-তে ভক্তির এই ক্রমবিকাশকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের ভিত্তি রচনা করে (রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, ১.৪)।

ভক্তির এই স্তরগুলো কেবল আচারগত নয়; এগুলো অন্তরের অনুভব ও সম্পর্কের গভীরতার পরিমাপক।

৪.২ সাধনভক্তি থেকে ভাবভক্তি:

ভক্তির বিকাশের প্রথম স্তর হলো **সাধনভক্তি**, যা সচেতন অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১.২.১–২)। এই স্তরে ভক্ত শাস্ত্রনির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করে ভক্তিচর্চা করেন।

সাধনভক্তির চূড়ান্ত পরিণতিতে উদ্‌ভূত হয় **ভাবভক্তি**।

রূপ গোস্বামী বলেন—

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

মূল পাঠ:
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশেষঃ সা ভাবঃ
কৃষ্ণে নিগদ্যতে॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১. ৩. ১)

অনুবাদ:
ভাবভক্তি হলো শুদ্ধসত্ত্বর বিশেষ বিকাশ, যা প্রেমসূর্যের কিরণের ন্যায়; এটি কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ রুচির রূপ।

ব্যাখ্যা:
ভাবভক্তি হলো প্রেমের সূচনাপর্ব। এখানে ভক্তির অভ্যাস আর কেবল সাধনা নয়; এটি অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়। ভক্তের চেতনায় কৃষ্ণ কেবল উপাস্য নন, বরং অন্তরঙ্গ আশ্রয় হয়ে ওঠেন (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪১০)।

৪.৩ প্রেমভক্তি : ভক্তির পরম পরিণতি:

ভাবভক্তির পূর্ণ বিকাশই হলো **প্রেমভক্তি**, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির চূড়ান্ত স্তর।

রূপ গোস্বামী প্রেমের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

মূল পাঠ:
সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তো
মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স প্রেমা নিগদিতঃ
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১. ৪. ১)

অনুবাদ:
যে ভাব সম্পূর্ণভাবে কোমল, গভীর মমত্ববোধে পরিপূর্ণ এবং সান্দ্র আনন্দস্বরূপ—তাকেই প্রেম বলা হয়।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

ব্যাখ্যা:
প্রেমভক্তিতে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকে না। এখানে ভক্তির উদ্দেশ্য মুক্তি নয়; প্রেম নিজেই উদ্দেশ্য। এই স্তরে সাধ্য ও সাধনের ভেদ লুপ্ত হয়ে যায় (Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*, p. 212)।

৪.৪ রসতত্ত্ব : ভক্তির অনুভবমূলক দার্শনিক রূপ:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি অনন্য অবদান হলো **রসতত্ত্ব**। ভক্তিকে এখানে কেবল নৈতিক বা ধর্মীয় আচরণ হিসেবে নয়, বরং একটি **রসানুভব** হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রূপ গোস্বামী নাট্যশাস্ত্রের রসতত্ত্বকে ভক্তিতে প্রয়োগ করে দেখান যে, ভক্তি আসলে ঈশ্বরীয় রসের আস্বাদন (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা*, পৃ. ১৪৫–১৫০)।

রসের উপাদানগুলো হলো—

- স্থায়ীভাব
- বিভাব
- অনুভাব
- ব্যভিচারীভাব

এই উপাদানগুলোর সমন্বয়েই ভক্তির রস বিকশিত হয়।

৪.৫ ভক্তির পাঁচটি প্রধান রস:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির পাঁচটি প্রধান রস স্বীকৃত—

1. **শান্ত রস** — প্রশান্ত শ্রদ্ধা
2. **দাস্য রস** — সেবাভিত্তিক সম্পর্ক
3. **সখ্য রস** — বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক
4. **বৎসল্য রস** — অভিভাবকসুলভ স্নেহ
5. **মাধুর্য রস** — প্রেমাস্পদ সম্পর্ক

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

শান্ত- দাস্য- সখ্য- বাৎসল্য- মধুরা রস
(ভাবার্থ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ব্যাখ্যা:
এই রসগুলো ভক্তি ও ভগবানের সম্পর্কের ক্রমোন্নতির সূচক। প্রতিটি রসে পূর্ববর্তী রসের গুণ সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু অন্তরঙ্গতা ক্রমে বৃদ্ধি পায় (চক্রবর্তী, *রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা*)।

৪.৬ মাধুর্য রসের শ্রেষ্ঠত্ব:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে মাধুর্য রসকে সর্বোচ্চ রস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এখানে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক সর্বাধিক অন্তরঙ্গ ও স্বতঃস্ফূর্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মূল পাঠ:
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং
গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞাতিনাং আত্মভূতানাং
যথা প্রেমপ্রদীপনঃ॥
(ভাগবত ১০.৩২.২২)

অনুবাদ:
গোপিকানন্দন কৃষ্ণ সাধারণ দেহধারীদের জন্য নন; তিনি কেবল সেই আত্মীয়দের জন্য, যাঁরা প্রেমে তাঁর আপন হয়ে উঠেছেন।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক মাধুর্য রসের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। এখানে কৃষ্ণ ঈশ্বররূপে নন, বরং প্রেমাস্পদ রূপে প্রকাশিত হন। এই রসেই রাধাতত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৬৫)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৪.৭ রসতত্ত্ব ও সাধ্য–সাধনের সমন্বয়:

ভক্তির স্তরবিকাশ ও রসতত্ত্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। সাধনভক্তি থেকে প্রেমভক্তি পর্যন্ত যাত্রা আসলে রসের ক্রমঘনীভবনের প্রক্রিয়া।

এই কারণেই গৌড়ীয় দর্শনে বলা হয়—

- সাধন = রসের অনুশীলন
- সাধ্য = রসের পূর্ণ আস্বাদন

এই সমন্বয়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে একটি **অনুভবনির্ভর দর্শন** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

৪.৮ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির স্তরবিন্যাস এবং রসতত্ত্বের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, ভক্তি ধাপে ধাপে সাধন থেকে ভাব ও প্রেমে উত্তীর্ণ হয় এবং এই উত্তরণ রসতত্ত্বের মাধ্যমে অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠে।

এই আলোচনার স্বাভাবিক পরিণতিতে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব—
রাধাতত্ত্ব ও ‘সাধ্য শিরোমণি’ ধারণা।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* — ভক্তির স্তর ও রসতত্ত্ব
- ভাগবত ১০ (বিশেষত ব্রজলীলা) — মাধুর্য রস
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক বিশ্লেষণ
- (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৮) — রায়–রামানন্দ সংবাদ
- (ভাগবত ১০.১৪.৩; ১০.৪৭.৬১) — ভক্তি ও ব্রজরস
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — দার্শনিক ব্যাখ্যা

অধ্যায়: ৫

রাধাতত্ত্ব ও ‘সাধ্য শিরোমণি’ ধারণা :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের সর্বোচ্চ প্রকাশ:

৫.১ রাধাতত্ত্ব : গৌড়ীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, গভীর ও স্বাতন্ত্র্যসূচক তত্ত্ব হলো **রাধাতত্ত্ব**। এই দর্শনে রাধা কেবল কৃষ্ণের প্রেয়সী নন; তিনি কৃষ্ণপ্রেমের **পরম প্রকাশ** এবং ভক্তির চূড়ান্ত আদর্শ। গৌড়ীয় মতে, রাধাতত্ত্ব ব্যতীত কৃষ্ণতত্ত্বও অসম্পূর্ণ।

চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

মূল পাঠ:
রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির হ্লাদিনী শক্তি।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৬৯)

অনুবাদ:
রাধা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশরূপ হ্লাদিনী শক্তি।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক অনুসারে রাধা কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নন; তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। অর্থাৎ, কৃষ্ণ যেভাবে প্রেম আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের সর্বোচ্চ রূপই রাধা। এই কারণে গৌড়ীয় দর্শনে রাধাকে **প্রেমতত্ত্বের মূর্ত প্রতীক** হিসেবে দেখা হয় (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৯২)।

৫.২ হ্লাদিনী শক্তি ও প্রেমের তাত্ত্বিক ভিত্তি:

গৌড়ীয় দর্শনে ভগবানের শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—
সংবিদ্‌, সন্ধিনী ও **হ্লাদিনী**। এর মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই ভগবানের আনন্দ ও প্রেমের উৎস।

জীব গোস্বামী বলেন—

মূল পাঠ:
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্‌
ত্বয়্যেকা সর্বসংস্থিতা।
(ভাবার্থ, তত্ত্বসন্দর্ভ)

অনুবাদ:
হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ—এই তিন শক্তিই ভগবানের মধ্যেই একত্রে অবস্থান করে।

ব্যাখ্যা:
এই তত্ত্ব অনুসারে রাধা হ্লাদিনী শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমের পরম আধার। তাই রাধাতত্ত্ব কেবল আবেগগত নয়; এটি একটি সুসংহত দার্শনিক ধারণা (Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*, p. 238)।

৫.৩ রাধা ও কৃষ্ণ : অভেদে ভেদ:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় **অচিন্ত্যভেদাভেদ** তত্ত্বের আলোকে।

চৈতন্যচরিতামৃত বলে—

মূল পাঠ:
রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬)

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অনুবাদ:
রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক আত্মা হয়েও লীলার প্রয়োজনে দুই দেহ ধারণ করেছেন।

ব্যাখ্যা:
এই অভেদে ভেদের ধারণাই রাধাতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি। প্রেমের আস্বাদনের জন্যই এই দ্বৈত প্রকাশ। ফলে রাধা কেবল ভক্ত নন; তিনি সেই প্রেম, যা কৃষ্ণ নিজে আস্বাদন করতে চান (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা*, পৃ. ১৮৮)।

৫.৪ রাধাতত্ত্ব ও মাধুর্য রস:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বে **মাধুর্য রস** সর্বোচ্চ, এবং এই রসের কেন্দ্রবিন্দু হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। অন্যান্য গোপীদের তুলনায় রাধার স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, তাঁর প্রেমে কোনো সীমা, সংকোচ বা ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মূল পাঠ:
অনয়ারাধিতো নূনং
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্মনুগ্রহেণেদং
নির্গুণং মন্যতে জনাঃ॥
(ভাগবত ১০.৩০.২৮)

অনুবাদ:
নিশ্চয়ই এই গোপী ভগবান হরিকে সর্বাধিকভাবে আরাধনা করেছেন; তাই তাঁর বিশেষ কৃপায় অন্য গোপীদের তুলনায় তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন।

ব্যাখ্যা:
গৌড়ীয় আচার্যগণ এই ‘অনয়া’ গোপীকে রাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই শ্লোক রাধার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৫২০)।

৫.৫ ‘সাধ্য শিরোমণি’ ধারণা : তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্যের ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত অবস্থানকে বলা হয় **‘সাধ্য শিরোমণি’**। এই সাধ্য শিরোমণি আর কিছু নয়—**রাধাভাবাপন্ন কৃষ্ণপ্রেম**।

রূপ গোস্বামী ও পরবর্তী আচার্যদের মতে, মাধুর্য রসের মধ্যেও রাধাভাব সর্বোচ্চ। তাই ভক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল কৃষ্ণপ্রেম নয়, বরং **রাধার মতো প্রেম**।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—

রাধাভাববিনির্মুক্ত প্রেম অসম্পূর্ণ।
(ভাবার্থ, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা)

ব্যাখ্যা:
এখানে বলা হচ্ছে—রাধাভাব ছাড়া প্রেমের পূর্ণতা ঘটে না। এই কারণেই গৌড়ীয় দর্শনে রাধাতত্ত্বকে ‘সাধ্য শিরোমণি’ বলা হয় (চক্রবর্তী, *রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা*)।

৫.৬ সাধন ও রাধাতত্ত্ব : রাগানুগা ভক্তির ভূমিকা:

রাধাতত্ত্ব কেবল সাধ্যের বিষয় নয়; এটি সাধনের পথও নির্দেশ করে। গৌড়ীয় মতে, **রাগানুগা ভক্তি** হলো সেই সাধনপথ, যেখানে সাধক রাধার প্রেমভাবকে অনুসরণ করে।

চৈতন্যচরিতামৃত বলে—

রাগানুগা-মার্গে ভজে যাহা ব্রজবধূগণ
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২২/১৫৭)

ব্যাখ্যা:
রাগানুগা ভক্তিতে সাধক বাহ্য বিধি নয়, বরং ব্রজগোপীদের প্রেমভাবকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। এই সাধনার চূড়ান্ত আদর্শ হলেন শ্রীমতী রাধারাণী (Kapoor, p. 255)।

৫.৭ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও রাধাভাব:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই **রাধাভাবাপন্ন কৃষ্ণ**। অর্থাৎ, কৃষ্ণ রাধার প্রেম আস্বাদনের জন্যই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন।

চৈতন্যচরিতামৃত বলে—

মূল পাঠ:
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা-কৃষ্ণ নাহে অন্য।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১/৫)

অনুবাদ:
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণ থেকে পৃথক নন।

ব্যাখ্যা:
এই তত্ত্ব রাধাতত্ত্বকে কেবল দার্শনিক ধারণা নয়, বরং জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্যে পরিণত করে। মহাপ্রভুর জীবন ও লীলার মধ্য দিয়েই রাধাভাবের সাধ্য ও সাধন—উভয়ের প্রকাশ ঘটে (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ১৪৫)।

৫.৮ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি, মাধুর্য রসে তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং ‘সাধ্য শিরোমণি’ ধারণার তাত্ত্বিক তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে—

- রাধা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের পরম প্রকাশ
- রাধাভাবাপন্ন প্রেমই গৌড়ীয় দর্শনের চূড়ান্ত সাধ্য
- এই প্রেমের অনুসরণই সাধনের সর্বোচ্চ পথ

এই তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতিতে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব—**প্রেমবিলাসবিবর্ত : তত্ত্ব ও অনুভব**।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১; ৪) — রাধাতত্ত্ব
- (ভাগবত ১০.৩০.২৮) — রাধার শ্রেষ্ঠত্ব
- রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী — তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক গবেষণা

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অধ্যায়: ৬

প্রেমবিলাসবিবর্ত : তত্ত্ব ও অনুভব:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের পরম রূপান্তর:

৬.১ প্রেমবিলাসবিবর্ত : ধারণাগত ভূমিকা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম কেবল একটি অনুভূতি নয়; এটি একটি **রূপান্তরমূলক তত্ত্ব**। ভক্তির ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেম এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যেখানে তা নিজেকে অতিক্রম করে নতুন নতুন অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই গভীর ও সূক্ষ্ম অবস্থাকেই গৌড়ীয় আচার্যগণ বলেছেন—**প্রেমবিলাসবিবর্ত**।

'বিবর্ত' শব্দটি সাধারণত পরিবর্তন বা রূপান্তর অর্থে ব্যবহৃত হলেও, গৌড়ীয় দর্শনে এটি কোনো অবাস্তব বা মায়িক পরিবর্তন নির্দেশ করে না। এখানে বিবর্ত বলতে বোঝায়—প্রেমের **অভ্যন্তরীণ বিকাশ ও রসঘনীভবন**, যেখানে প্রেম তার নিজের স্বভাব অনুযায়ী বহুবিধ লীলারূপে প্রকাশিত হয় (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা,* পৃ. ২০১–২০৫)।

৬.২ প্রেম ও বিবর্ত : দার্শনিক স্পষ্টীকরণ:

অদ্বৈত দর্শনে 'বিবর্ত' শব্দটি প্রায়ই নঞর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়—যেখানে জগৎকে ব্রহ্মের মিথ্যা বিকার বলা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমবিলাসবিবর্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

গৌড়ীয় মতে—

- প্রেম সত্য
- তার রূপান্তরও সত্য
- এই রূপান্তর লীলার মাধ্যমে অনুভবযোগ্য

এই কারণে প্রেমবিলাসবিবর্তকে বলা যায় **সত্যের রসাত্মক বিস্তার**, মিথ্যা বিকার নয় (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৫৮৮)।

৬.৩ প্রেমের স্বভাব : বিস্তার ও তীব্রতা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো—
প্রেম কখনো স্থির থাকে না; সে নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করে।

রূপ গোস্বামী প্রেমের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন—

মূল পাঠ:
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা
প্রেমা কৃষ্ণে রতিঃ স্থিরা।
(ভাবার্থ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১.৪)

অনুবাদ:
প্রেম হলো সান্দ্র আনন্দের বিশেষ অবস্থা, যা কৃষ্ণের প্রতি স্থায়ী অনুরাগরূপে বিরাজ করে।

ব্যাখ্যা:
এখানে ‘স্থির’ শব্দটি স্থবিরতা বোঝায় না; বরং গভীরতা বোঝায়। প্রেম যত গভীর হয়, ততই তা নতুন নতুন রসিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই অভিব্যক্তিগুলিই প্রেমবিলাসবিবর্তের বিভিন্ন রূপ (চক্রবর্তী, *রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা*)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৬.৪ প্রেমবিলাসের রূপ : মান, রাগ, অনুরাগ:

প্রেম যখন তার চূড়ান্ত ঘনত্বে পৌঁছায়, তখন তা বিভিন্ন সূক্ষ্ম অবস্থায় বিভক্ত হয়—যেমন **মান**, **রাগ**, **অনুরাগ** ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই অবস্থাগুলিকে প্রেমের অলংকার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্যাখ্যামূলক ধারণা:

- **মান** : বিরহজাত অভিমান, যা প্রেমকে আরও তীব্র করে
- **রাগ** : আকাঙ্ক্ষার গভীর তাড়না
- **অনুরাগ** : প্রেমের নবনব উন্মেষ

এই অবস্থাগুলি প্রেমকে ক্ষীণ করে না; বরং প্রেমকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে (চক্রবর্তী, *উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা*)।

৬.৫ বিরহ ও মিলন : প্রেমবিলাসের দ্বৈত রূপ:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমবিলাসের সর্বাধিক নাটকীয় ও গভীর প্রকাশ ঘটে **বিরহ** ও **মিলন**–এর মধ্য দিয়ে। এখানে বিরহ কোনো বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং প্রেমের সর্বোচ্চ স্মরণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মূল পাঠ:
তাসাং আবিরভূচ্ছৌরিঃ
স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
(ভাগবত ১০.৩২.২)

অনুবাদ:
গোপীদের বিরহে ব্যথিত হৃদয়ের সামনে কৃষ্ণ স্মিতমুখে আবির্ভূত হলেন।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক নির্দেশ করে যে, বিরহই মিলনের গভীরতম কারণ। বিরহের মধ্য দিয়েই প্রেম নিজের গভীরতা উপলব্ধি করে। এই দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কই প্রেমবিলাসবিবর্তের হৃদয় (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৬১২)।

৬.৬ রাধাভাব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত:

প্রেমবিলাসবিবর্তের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে **রাধাভাব**–এ। রাধার প্রেমে বিরহ, মান, অনুরাগ ও মিলন—সবকিছুই পরম তীব্রতায় উপস্থিত।

চৈতন্যচরিতামৃত বলে—

মূল পাঠ:
রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির হ্লাদিনী শক্তি।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৬৯)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক অনুসারে রাধা কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশরূপ। প্রেম যখন নিজেকে সর্বাধিক তীব্রতায় প্রকাশ করে, তখনই রাধাভাবের আবির্ভাব ঘটে। তাই প্রেমবিলাসবিবর্ত ও রাধাতত্ত্ব পরস্পর অবিচ্ছিন্ন (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ১৬৮)।

৬.৭ সাধকের অনুভবে প্রেমবিলাসবিবর্ত:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমবিলাসবিবর্ত কেবল লীলাতত্ত্ব নয়; এটি সাধকের অন্তর্জগতেও প্রতিফলিত হয়। রাগানুগা সাধনায় সাধক প্রেমের এই সূক্ষ্ম ওঠানামাকে অন্তরের অনুভবে উপলব্ধি করে।

এই কারণে গৌড়ীয় সাধনায় অনুভব ও দর্শনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দর্শন অনুভবে রূপান্তরিত হয়, আর অনুভব দর্শনকে গভীরতর করে (Kapoor, p. 281)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৬.৮ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে **প্রেমবিলাসবিবর্ত** ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও অনুভবমূলক দিক আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে—

- প্রেম গৌড়ীয় দর্শনে একটি গতিশীল সত্য
- প্রেমের বিবর্ত কোনো মায়িক বিকার নয়, বরং রসঘনীভবন
- রাধাভাব এই বিবর্তের সর্বোচ্চ প্রকাশ
- সাধকের অভিজ্ঞতায় প্রেমবিলাসবিবর্ত দর্শন ও অনুভবের মিলনস্থল

এই আলোচনার পরিপূর্ণতা লাভ করবে পরবর্তী অধ্যায়ে, যেখানে আমরা দেখব—**অচিন্ত্যভেদাভেদ ও প্রেমবিবর্তের দার্শনিক সমন্বয়**।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- রূপ গোস্বামী, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* — প্রেমতত্ত্ব
- বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা* — প্রেমের বিবর্ত
- ভাগবত ১০ — বিরহ ও মিলন
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক গবেষণা

অধ্যায় : ৭

অচিন্ত্যভেদাভেদ ও প্রেমবিবর্তের সমন্বয় :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তত্ত্ব ও অনুভবের ঐক্য :

৭.১ অচিন্ত্যভেদাভেদ : সমন্বয়তত্ত্বের ভূমিকা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে যে তত্ত্বটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো **অচিন্ত্যভেদাভেদ**। এই তত্ত্বের মাধ্যমে গৌড়ীয় দর্শন একদিকে অদ্বৈত ও দ্বৈত দর্শনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, অন্যদিকে ভক্তির অনুভবকে দার্শনিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

‘ভেদ’ ও ‘অভেদ’—এই দুই আপাত-বিরোধী ধারণাকে একত্রে ধারণ করাই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের মূল বক্তব্য। এখানে ভগবান ও জীব একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন—এবং এই সম্পর্ক মানববুদ্ধির সীমার বাইরে হওয়ায় একে বলা হয়েছে ‘অচিন্ত্য’ (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৫৮০–৫৮৫)।

এই তত্ত্বই প্রেমবিলাসবিবর্তের মতো সূক্ষ্ম প্রেমানুভবকে দার্শনিকভাবে বৈধতা দেয়।

৭.২ ভেদ ও অভেদ : শাস্ত্রীয় ভিত্তি:

অচিন্ত্যভেদাভেদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি বিভিন্ন পুরাণ ও উপনিষদে নিহিত।

মূল পাঠ:
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১.২২.৫৩)

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

অনুবাদ:
যেমন আগুন এক স্থানে অবস্থান করেও তার আলো ও তাপ সর্বত্র বিস্তার করে, তেমনি পরমব্রহ্ম তাঁর শক্তির মাধ্যমে সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন।

ব্যাখ্যা:
এই শ্লোক ভগবান ও জগতের সম্পর্ককে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। জগৎ ভগবানের শক্তি হওয়ায় তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, আবার শক্তিমান ও শক্তির পার্থক্যের কারণে ভিন্ন। এই দ্বৈত সত্যই অচিন্ত্যভেদাভেদ (জীব গোস্বামী, *তত্ত্বসন্দর্ভ*)।

৭.৩ অচিন্ত্যভেদাভেদ ও ভক্তিতত্ত্ব:

গৌড়ীয় দর্শনে ভক্তিতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্ন হলো—ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কেমন? অচিন্ত্যভেদাভেদ এই প্রশ্নের দার্শনিক উত্তর প্রদান করে।

ভক্ত ভগবান থেকে ভিন্ন না হলে প্রেম সম্ভব নয়, আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে ঐক্য সম্ভব নয়। এই দ্বৈত অবস্থানেই প্রেমের জন্ম। এই কারণেই গৌড়ীয় দর্শনে ভক্তি কেবল উপাসনা নয়, বরং **সম্পর্কভিত্তিক সত্য** (Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*, p. 302)।

৭.৪ প্রেমবিবর্তের দার্শনিক বৈধতা:

প্রেমবিলাসবিবর্ত তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেম ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—যদি প্রেম সত্য হয়, তবে তার বিবর্ত কি সত্য?

অচিন্ত্যভেদাভেদ এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেহেতু প্রেম ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ, তাই তার বিবর্তও সত্য। এই বিবর্ত কোনো মায়িক পরিবর্তন নয়; এটি শক্তির অন্তর্গত বিকাশ (দাশগুপ্ত, *বৈষ্ণব রসধারা*, পৃ. ২১৫)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৭.৫ রাধাতত্ত্বে অচিন্ত্যভেদাভেদের প্রয়োগ:

রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক অচিন্ত্যভেদাভেদের সর্বোচ্চ প্রয়োগক্ষেত্র।

চৈতন্যচরিতামৃত বলে—

মূল পাঠ:
রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:
রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক, তবু প্রেমাস্বাদনের জন্য দুই রূপে প্রকাশিত। এই অভেদে ভেদই প্রেমের ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে রাধাতত্ত্বে প্রেমবিবর্ত কেবল সম্ভবই নয়, অপরিহার্য (নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, খণ্ড ৫, পৃ. ৫৪৫)।

৭.৬ অনুভব ও তত্ত্ব : বিরোধ নয়, পরিপূরক:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে তত্ত্ব ও অনুভবের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটায়।

তত্ত্ব অনুভবকে নাকচ করে না, আর অনুভব তত্ত্বকে অতিক্রম করে না। প্রেমবিলাসবিবর্ত এই সমন্বয়েরই বাস্তব রূপ, যেখানে দর্শন অনুভবে রূপান্তরিত হয় এবং অনুভব দর্শনকে জীবন্ত করে তোলে (Kapoor, p. 318)।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৭.৭ সাধ্য–সাধন তত্ত্বের চূড়ান্ত সমন্বয়:

অচিন্ত্যভেদাভেদ ও প্রেমবিবর্তের সমন্বয়ের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সাধ্য–সাধন তত্ত্ব তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

- **সাধ্য** = রাধাভাবাপন্ন কৃষ্ণপ্রেম
- **সাধন** = সেই প্রেমের ভাবানুগ চর্চা

এই দুইয়ের মধ্যে কোনো কঠোর বিভাজন নেই। সাধনেই সাধ্যের আভাস থাকে, আর সাধ্য সাধনের পূর্ণ বিকাশ। এই গতিশীল সম্পর্কই গৌড়ীয় দর্শনের বিশেষত্ব (দাশগুপ্ত, *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*, পৃ. ১৭৫–১৮০)।

৭.৮ অধ্যায়ের উপসংহার:

এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের দুইটি কেন্দ্রীয় ধারণা—**অচিন্ত্যভেদাভেদ** ও **প্রেমবিবর্ত**—এর পারস্পরিক সমন্বয় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে—

- অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রেমের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে
- প্রেমবিবর্ত সেই তত্ত্বের অনুভবমূলক প্রকাশ
- তত্ত্ব ও অনুভব পরস্পরের পরিপূরক, বিরোধী নয়

এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ, রসাত্মক ও জীবন্ত দর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স নোট :

- (বিষ্ণুপুরাণ ১.২২.৫৩) — অচিন্ত্যভেদাভেদ
- (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬) — রাধা–কৃষ্ণ তত্ত্ব
- জীব গোস্বামী, *তত্ত্বসন্দর্ভ* — দার্শনিক ভিত্তি
- নাথ, দাশগুপ্ত, Kapoor — আধুনিক বিশ্লেষণ

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

উপসংহার:

(Research Conclusion)

এই গবেষণাগ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্বসমূহ—**সাধ্য–সাধন**, **ভক্তির স্তরবিকাশ**, **রসতত্ত্ব**, **রাধাতত্ত্ব**, **প্রেমবিলাসবিবর্ত** এবং **অচিন্ত্যভেদাভেদ**—কে একটি সমন্বিত দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে কেবল ধর্মীয় অনুভূতির পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে, একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ দর্শনরূপে উপস্থাপন করা।

প্রথমত, এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে **সাধ্য কেবল মুক্তি নয়, বরং কৃষ্ণপ্রেম**। মুক্তি এখানে একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা মাত্র, যা প্রেমের পূর্ণ বিকাশের ভূমি প্রস্তুত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গৌড়ীয় দর্শনকে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক ধারার তুলনায় স্বতন্ত্র ও অধিক রসাত্মক করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, **রায়–রামানন্দ সংবাদ**–এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে গৌড়ীয় সাধ্য–সাধন তত্ত্ব একটি ক্রমান্বিত আরোহনের রূপ গ্রহণ করে—কর্ম ও জ্ঞান অতিক্রম করে বিশুদ্ধ ভক্তি, রস এবং শেষ পর্যন্ত মাধুর্য রসে উপনীত হয়। এই আরোহনের শিখরে অবস্থান করে **রাধাভাবাপন্ন প্রেম**, যা গৌড়ীয় দর্শনে 'সাধ্য শিরোমণি' হিসেবে স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, **রসতত্ত্ব** গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি মৌলিক অবদান। ভক্তিকে এখানে নৈতিক বিধান বা আচারগত অনুশীলন হিসেবে নয়, বরং একটি **অনুভবযোগ্য দার্শনিক সত্য** হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধনভক্তি থেকে প্রেমভক্তি পর্যন্ত যাত্রা মূলত রসের ক্রমঘনীভবনের প্রক্রিয়া, যেখানে সাধক ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতায় উত্তীর্ণ হয়।

চতুর্থত, **রাধাতত্ত্ব** এই দর্শনের পরম কেন্দ্রবিন্দু। রাধা কেবল ভক্ত নন, বরং কৃষ্ণপ্রেমের পরম প্রকাশ এবং হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ। রাধাভাব ব্যতীত প্রেমের পূর্ণতা ঘটে না—এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা ভক্তিতত্ত্বকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় উন্নীত করে।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

পঞ্চমত, **প্রেমবিলাসবিবর্ত** তত্ত্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে প্রেম গৌড়ীয় দর্শনে কোনো স্থির অবস্থা নয়; এটি একটি গতিশীল, আত্মোত্তরণশীল সত্য। প্রেমের বিবর্ত কোনো মায়িক বিকার নয়, বরং রসের অন্তর্গত গভীরতর বিকাশ। বিরহ, মিলন, মান, অনুরাগ—এই সবই প্রেমের শক্তি ও তীব্রতার প্রকাশ।

সবশেষে, **অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব** এই সমগ্র দর্শনকে দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ স্বীকৃতির মাধ্যমেই গৌড়ীয় দর্শন প্রেমানুভবকে দার্শনিকভাবে বৈধতা দেয়। তত্ত্ব ও অনুভব এখানে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক।

এই গবেষণার উপসংহার হিসেবে বলা যায়—
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন একটি রসাত্মক, সম্পর্কনির্ভর ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক দর্শন, যেখানে প্রেমই পরম সত্য এবং জীবনসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই দর্শন সমকালীন দর্শনচর্চা, ধর্মতত্ত্ব ও মানবিক চিন্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

পরিশিষ্ট:

ক. গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকসমূহের তালিকা

(Appendix A : Selected Important Verses)

এই গ্রন্থে আলোচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্বসমূহ—সাধ্য–সাধন, ভক্তির স্তরবিকাশ, রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্ত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ—বোঝার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকের সুবিধার্থে এখানে শ্লোকগুলিকে বিষয়ভিত্তিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হলো।

---

১. সাধ্য–সাধন ও ভক্তিতত্ত্ব

1. **स वै पुंसां परो धर्मो**
   यतो भक्तिरधोक्षजे।
   (শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.৬)
   → পরম ধর্ম ও ভক্তির সংজ্ঞা
2. **आत्मारामाश्च मुनयो**
   निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे।
   (শ্রীমদ্ভাগবত ১.৭.১০)
   → ভক্তির স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি

---

২. ভক্তির স্তরবিকাশ ও রসতত্ত্ব

3. **साधनभक्तितः प्रेम**
   उत्पन्न होय यथा।
   (ভাবার্থ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)
   → সাধন থেকে প্রেমভক্তির ক্রম

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

4. **अखिलरसामृतमूर्तिः**
   प्रसृमररुचिरुद्धतारकः।
   (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯/১৩৬)
   → কৃষ্ণের রসস্বরূপ

---

৩. রাধাতত্ত্ব ও মাধুর্য রস

5. **राधा कृष्णप्रणयविकृतिर्**
   ह्लादिनी शक्तिरस्मात्।
   (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৬৯)
   → রাধার তত্ত্বগত অবস্থান
6. **राधा कृष्ण एक आत्मा**
   दुई देह धरी।
   (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪/৫৬)
   → অভেদে ভেদের প্রকাশ

---

৪. প্রেমবিলাসবিবর্ত

7. **सान्द्रानन्दविशेषात्मा**
   प्रेमेति प्रोच्यते बुधैः।
   (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১.৪)
   → প্রেমের স্বরূপ
8. **विरहोऽपि समागमः।**
   (গৌড়ীয় রসতত্ত্বে প্রচলিত সূত্র)
   → বিরহ ও মিলনের দার্শনিক ঐক্য

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

৫. অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব

9. **एकदेशस्थितस्याग्नेः ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा।**
   (বিষ্ণুপুরাণ ১.২২.৫৩)
   → শক্তি–শক্তিমান সম্পর্ক
10. **अचिन्त्यभेदाभेदतत्त्वम्।**
   (জীব গোস্বামী, তত্ত্বসন্দর্ভ)
   → গৌড়ীয় দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি

---

৬. সাধক ও অনুভব

11. **नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः।**
   (শিক্ষাষ্টকম্ ২)
   → নামতত্ত্ব ও সাধনানুভব
12. **न गुरुर्न स धर्मो न च युक्तिर्हि सा।**
   (ভাবার্থ, গৌড়ীয় গুরুতত্ত্ব)
   → গুরু ও কৃপা

পরিশিষ্ট সংক্রান্ত নোট :

- এই শ্লোকসমূহ গ্রন্থের মূল আলোচনায় ব্যবহৃত বা নির্দেশক হিসেবে উল্লিখিত
- প্রয়োজনে পাঠক এখান থেকে শ্লোকের অবস্থান ও প্রসঙ্গ দ্রুত অনুধাবন করতে পারবেন
- গবেষণা ও শিক্ষণ উভয় উদ্দেশ্যেই এই পরিশিষ্ট সহায়ক

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি:

(Bibliography – Indic–Chicago Mixed Style)

ক. প্রাথমিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ (Primary Scriptural Texts)

1. ব্যাসদেব। *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ*। বিভিন্ন সংস্করণ ও টীকাগ্রন্থ।
2. ব্যাসদেব। *বিষ্ণুপুরাণ*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, বিভিন্ন সংস্করণ।
3. উপনিষদ্‌সমূহ। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*। সংস্কৃত পাঠ ও অনুবাদ।
4. নারদ। *নারদভক্তিসূত্র*। সংস্কৃত পাঠ ও ব্যাখ্যাসহ সংস্করণ।

খ. গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রামাণিক গ্রন্থ

(Classical Gaudiya Vaishnava Texts)

5. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা)। সম্পা. রাধাগোবিন্দ নাথ। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।
6. গোস্বামী, রূপ। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*। সম্পা. হরিদাস দাস। নবদ্বীপ: শ্রীগদাধর গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
7. গোস্বামী, রূপ। *উজ্জ্বলনীলমণি*। নবদ্বীপ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রকাশনা।
8. গোস্বামী, জীব। *ষট্‌সন্দর্ভ* (তত্ত্বসন্দর্ভ বিশেষত)। নবদ্বীপ সংস্করণ।
9. চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ। *রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা*। নবদ্বীপ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতি।
10. চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ। *উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা*। নবদ্বীপ সংস্করণ।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

গ. আধুনিক বাংলা গবেষণা গ্রন্থ

(Modern Bengali Scholarly Works)

11. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনধর্ম*।
কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭০।
12. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বৈষ্ণব রসধারা*।
কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।
13. নাথ, রাধাগোবিন্দ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন* (৫ম খণ্ড)।
কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, ১৩৬৬।
14. সেন, সুকুমার। *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু*।
কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
15. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও দর্শন*।
কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৮৫।

ঘ. ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থ

(English Academic References)

16. Kapoor, O. B. L. *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya*.
New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1977.
17. De, Sushil Kumar. *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*.
Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1961.
18. Dimock, Edward C. *The Place of the Hidden Moon*.
Chicago: University of Chicago Press, 1966.

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

— *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরম উপলব্ধি* —

সম্পাদকীয় কলামে :

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের গভীর তাত্ত্বিক ভাবনা ও প্রেমময় সাধনার সমন্বিত রূপ এই গ্রন্থ। শাস্ত্রনির্ভর বিশ্লেষণ ও গবেষণার আলোকে এখানে ভক্তির অন্তর্লীন দর্শন ও অনুভবকে সহজ, সুসংবদ্ধ ও পাঠযোগ্য ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

কবি ও গবেষক অজয় কুমার দে (ভণিতা: *প্রণবনন্দন*) আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার পোড়াডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লক্ষ্মণ চন্দ্র দে এবং মাতা মমতা দেবীর অনুপ্রেরণায় তাঁর জীবনচর্চায় গড়ে ওঠে জ্ঞান ও ভক্তির এক সুসমন্বিত ধারা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী, প্রচারক ও সুবক্তা ভাগবত পাঠক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে '**প্রণবনন্দন**' ভণিতায় রচিত তাঁর পদসমূহ ভক্তি ও প্রেমরসে সমৃদ্ধ, যা সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর জীবন ও বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে তাঁর গবেষণা আধুনিক ভক্তি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পাশাপাশি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞান ও ভক্তির এক সাকার মূর্তি অজয় কুমার দে তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে আধুনিক সমাজ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এক গভীর সেতুবন্ধন নির্মাণ করেছেন—যা পাঠকমহলে এক **চির প্রবাহিত চিন্তার স্রোত** হিসেবে সমাদৃত।

সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

“গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরম উপলব্ধি”

- বইয়ের নাম : সাধ্যাসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত
- প্রকাশকের নাম: শ্রী অজয় কুমার দে (প্রাণবানন্দন)
- ভাষা: বাংলা
- প্রকাশনার দেশ: ভারত
- পণ্য রচনা: একক-উপাদান খুচরা পণ্য
- পণ্য ফর্মা: ই-বুক রিডার
- প্রকাশনার তারিখ: ০৭/০১/২০২৬
- সংস্করণ: ই-বুক ১.০

- লেখক ও সম্পাদক - শ্রী অজয় কুমার দে (প্রাণবানন্দন)
- ও আর সি এই ডি (ORCID) : 0009-0009-1046-3555

- আইএসবিএন নম্বর : ISBN-13: 978-93-5636-997-9



সাধ্যসাধন তত্ত্ব ও প্রেমবিলাসবিবর্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরম উপলব্ধি



শ্রী অজয় কুমার দে

9 789356 369979